'নেই পাশে কেউ যার,
সমাজসেবা আছে তার'

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), খুলনা
https://sspg.khulna.gov.bd/

গণভোট ২০২৬ সংসদ নির্বাচন দেশের চাবি আপনার হাতে

সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), খুলনা এর ধর্মীয়, নৈতিক ও শিষ্টাচার, সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরী/বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ পরিচালনা কমিটি ০১/২৬তম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মাসুদুর রহমান উপতত্ত্বাবধায়ক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
সভার তারিখ	১৯ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ
সভার সময়	সকাল ১১:০০ ঘটিকা
স্থান	সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), খুলনা'র অফিস কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। কমিটির সদস্য জনাব শ, ম, আবুল কালাম আজাদ, সহকারী শিক্ষক, সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), খুলনাকে আলোচ্যসূচি ভিত্তিক আলোচনা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। সভায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্র: নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১	বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও দৃঢ়ীকরণ	সভায় কমিটির সদস্য জনাব শ, ম, আবুল কালাম আজাদ, সহকারী শিক্ষক, সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), খুলনা বিগত সভার বিষয়ে সকলকে অবহিত করেন এবং দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা' দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	জনাব শ, ম, আবুল কালাম আজাদ সহকারী শিক্ষক সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা) খুলনা
২	শিশুদের সাধারণ শিক্ষার মান উন্নত করার বিষয়ে আলোচনা	সভায় জনাব নুসরাত জাহান, সহকারী শিক্ষক জানান যে, সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), খুলনার প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের নিবাসীদের বিগত বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল পাওয়া গেছে। প্রাথমিকের ফলাফল একটু ভালো হলেও, মাধ্যমিকে অধিকাংশ নিবাসীই একাধিক বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে এবং বিশেষ বিবেচনায় উত্তীর্ণ হয়েছে। এবিষয়ে করণীয় বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় থানা শিক্ষা কর্মকর্তার প্রতিনিধ জানান যে, নিবাসীদের রাতে পড়ার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। সভায় প্রতিদিনের পড়ার রুটিন জানতে চাওয়া হলে, জনাব নুসরাত জাহান, সহকারী শিক্ষক জানান যে, প্রাথমিকের শিশুরা স্কুল থেকে আসার পরে দুপুরের খাবার খাওয়ার পরে তাদের ০২ ঘন্টা পড়ানো হয় এবং রাতে বড় শিশুরা ছোটদের পড়া তদারকি করে।	সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে সকালে সহকারী শিক্ষক জনাব শ, ম, আবুল কালাম আজাদ ও জনাব নুসরাত জাহান; দুপুরের খাবারের পর জনাব নুসরাত জাহান এবং রাতে কম্পাউন্ডার জনাব কাবেরী বিশ্বাস বীনা ও অফিস সহায়ক জনাব মৌসুমী বাগচী নিবিড় তদারকি ও পড়াশোনার সার্বিক ব্যবস্থা করবেন মর্মে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১) জনাব শ, ম, আবুল কালাম আজাদ সহকারী শিক্ষক; ২) জনাব নুসরাত জাহান সহকারী শিক্ষক; ৩) জনাব কাবেরী বিশ্বাস বীনা কম্পাউন্ডার; ৪) জনাব মৌসুমী বাগচী অফিস সহায়ক
৩	ধর্মীয় শিক্ষা, নৈতিক ও শিষ্টাচার বৃদ্ধিকরণে করণীয় বিষয়ক আলোচনা	সভায় জনাব নুসরাত জাহান, সহকারী শিক্ষক জানান যে, সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), খুলনার নিবাসীদের প্রত্যহ সকালে বিগত সময়ে একজন নারী বিনা বেতনে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু সম্প্রতি তিনি আসা বন্ধ করে দিয়েছেন, যার কারণে মেয়েদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। তিনি আরও জানান যে, অনেক চেষ্টা করে একজন নারীকে পাওয়া গেছে কিন্তু তিনি মাসিক ৬০০০/- টাকা দাবি করেন। এবিষয়ে থানা শিক্ষা কর্মকর্তার প্রতিনিধি বলেন যে, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় গুরুত্ব দিতে হবে এবং যদি বিনা পারিশ্রমিকে কাউকে পাওয়া না যায় তবে তাকে নেওয়া যেতে পারে।	সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে শিশুদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার জন্য একজন পার্ট-টাইম/ চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটি ও উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপতত্ত্বাবধায়ক সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), খুলনা

৪	কারিগরী/ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মান উন্নত করার বিষয়ে আলোচনা	সভায় জনাব শাহানা আফরোজ, কারিগরি প্রশিক্ষক (সেলাই) জানান যে, মেয়েদের বর্তমানে সেলাই এর প্রশিক্ষণ পর্যায়ক্রমে সকলকে দেওয়া হচ্ছে এবং সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিভাগীয় বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ড্রেস ও অন্যান্য সামগ্রী মেয়েদের সহযোগিতায় তৈরি করেছি। তিনি আরও বলেন যে, প্রশিক্ষণ কক্ষটি আয়তনে ছোট হওয়ায় এবং আধুনিক সেলাই মেশিনের ব্যবস্থা না থাকায় অধিকতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। প্রতিষ্ঠানে অন্য কোন ট্রেডের প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় তার ব্যবস্থা করা সম্ভব হচ্ছে না মর্মে তিনি সভাকে জানান। সভায় সভাপতি বলেন যে, শহর সমাজসেবা কার্যালয়-১ ও ২ এর দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্রে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের নিবাসীদের বিভিন্ন ট্রেডে ভর্তি করা যেতে পারে। কিন্তু শিশুদের স্কুল বা কলেজ সময় ছাড়া উক্ত দক্ষতা কেন্দ্রসমূহ চালু থাকে না, যার কারণে নিবাসীদের সেখান থেকে প্রশিক্ষিত করা যাচ্ছে না। কিভাবে তাদেরকে অধিকতর কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করা যায় এবং রাষ্ট্রের সম্পদে পরিনত করা যায় সে বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের সকলকে ভাবতে হবে। সভাপতির জানান যে, অধিকাংশ নিবাসী তাদের পূর্বের ট্রমা বা মানসিক অস্থিরতার কারণে বা অন্য কোন কারণে সাধারণ শিক্ষায় ভালো করতে পারছে না। যেহেতু নিবাসীদের বাংলাদেশের সরকারি নার্সিং ও মিডওয়াইফারি ইন্সটিটিউটে ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করা কঠিন, সেহেতু প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে শিশুদের জন্য কেয়ার-গিভিং কোর্স সীমিত পরিসরে হলেও চালু করার উদ্যোগ নিতে হবে। একই সাথে জাপানি ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষা কোর্স চালু করতে পারলে নিবাসীদের অনেক ভালো রিসোর্সে পরিণত করা যাবে।	সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে; সিদ্ধান্ত-১: কারিগরি প্রশিক্ষককে সাপ্তাহিক স্কুল ছুটির দিন প্রশিক্ষণের জন্য বিগত মাসে প্রদানকৃত দায়িত্ব বহাল থাকবে এবং শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের সাথে দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রশিক্ষণে বিশেষ ব্যবস্থা করার জন্য যোগাযোগ করা এবং বিষয়টি জেলার মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; সিদ্ধান্ত-২: সরকারি শিশু পরিবারের জন্য প্রশিক্ষণ খাতে যদি কোন বরাদ্দ পাওয়া যায়, তবে সেটা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে কেয়ার-গিভিং কোর্সে প্রশিক্ষণ করনোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; সিদ্ধান্ত-৩: নিবাসীদের জাপানি ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষা কোর্স চালুর উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপতত্ত্বাবধায়ক সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), খুলনা
৫	বিবিধ	সভায় থানা শিক্ষা কর্মকর্তার প্রতিনিধ জানান যে, প্রাথমিক অধিদপ্তর ০৫ থেকে ১৭ বছর বয়সী সকল ছাত্র-ছাত্রীদের ইউনিক স্টুডেন্ট আইডি খোলা দরকার, কিন্তু সাধারণত সরকারি শিশু পরিবারের শিশুদের উক্ত আইডি খোলার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার শিকার হতে হয়। যেহেতু, এটি রিয়েল-টাইল অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে সম্পাদন করতে হয় এবং শিশুর পিতা ও মাতার নাম ও NID নং, জন্ম তারিখ থাকা বাধ্যতামূলক বা ম্যান্ডেটরি ফিল্ড, সেহেতু, তাদের ইউনিক স্টুডেন্ট আইডি খোলা সম্ভব হচ্ছে না। এবিষয়ে সভায় জানানো হয় যে, সরকারি শিশু পরিবারের শিশুরা সুবিধাবঞ্চিত এতিম শিশু ছাড়াও সরকারি ছোটমনি নিবাসের শিশুদের পরিত্যক্ত শিশুরা রয়েছে, সুতরাং এই প্রতিবন্ধকতা থাকবে এজন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর বিষয়টা অবগত করতে হবে।	সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে শিশুদের ইউনিক স্টুডেন্ট আইডি খোলার প্রতিবন্ধকতার বিষয়টি উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপতত্ত্বাবধায়ক সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), খুলনা

পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সংযুক্তিঃ

(১) পরিশিষ্ট-্ক

০১-০২-২০২৬
মাসুদুর রহমান
উপতত্ত্বাবধায়ক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

তারিখ: ১৮ মাঘ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ৪১.০১.৪৭০০.০০০.০০০.৯৯.০০০৫.২৫.৮

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। পরিচালক, প্রতিষ্ঠান অধিশাখা, সমাজসেবা অধিদফতর।
২। পরিচালক (উপসচিব), বিভাগীয় পরিচালকের কার্যালয়, বিভাগীয় পরিচালকের কার্যালয়, সমাজসেবা অধিদফতর, খুলনা।
৩। জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা।
৪। অতিরিক্ত পরিচালক, প্রতিষ্ঠান শাখা, সমাজসেবা অধিদফতর।
৫। অতিরিক্ত পরিচালক, শিশু সুরক্ষা শাখা, সমাজসেবা অধিদফতর।
৬। অতিরিক্ত পরিচালক, বিভাগীয় পরিচালকের কার্যালয়, বিভাগীয় পরিচালকের কার্যালয়, সমাজসেবা অধিদফতর, খুলনা।
৭। উপপরিচালক, প্রতিষ্ঠান-২ শাখা, সমাজসেবা অধিদফতর।
৮। উপপরিচালক, বিভাগীয় পরিচালকের কার্যালয়, বিভাগীয় পরিচালকের কার্যালয়, সমাজসেবা অধিদফতর, খুলনা।
৯। উপপরিচালক, উপপরিচালকের দপ্তর, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, খুলনা।
১০। উপপরিচালক, শিশু সুরক্ষা শাখা, সমাজসেবা অধিদফতর।
১১। সহকারী পরিচালক, বিভাগীয় পরিচালকের কার্যালয়, বিভাগীয় পরিচালকের কার্যালয়, সমাজসেবা অধিদফতর, খুলনা।
১২। সহকারী পরিচালক, উপপরিচালকের দপ্তর, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, খুলনা।
১৩। থানা শিক্ষা অফিসার, খুলনা সদর থানা, খুলনা।
১৪। সহকারী শিক্ষক (সংযুক্তি), সরকারি শিশু পরিবার, সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), খুলনা।
১৫। সহকারী শিক্ষক, সরকারি শিশু পরিবার, সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), খুলনা।
১৬। কারিগরি প্রশিক্ষক, সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), খুলনা (সকল) এবং
১৭। মেট্রোন কাম নার্স, সরকারি শিশু পরিবার, সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), খুলনা।

০১-০২-২০২৬
মাসুদুর রহমান
উপতত্ত্বাবধায়ক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)